খণ্ড ১০, সংখ্যা ১১ ভাবনগর জুন ২০১৯
Vol. 10, No. 11 BHĀBANAGARA June 2019

জীবনানন্দ দাশ:
অসাধারণ অথচ স্বাভাবিক এক ভাষাশিল্পী

ক্লিনটন বি. সীলি

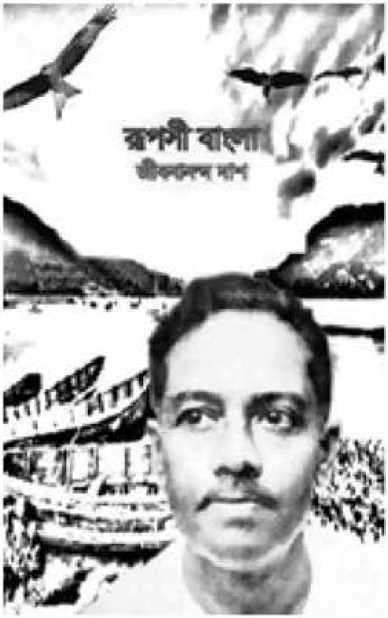

জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতার ভুবন

Jibanananda Das
An Outstanding but Natural Language Artist

Clinton B. Seely

Abstract

Jibanananda Das is the most important poet of modern Bengali literature. He evolved a unique tone in composing poetry during the second decade of the twentieth century. As his poetic tone was novel and extraordinary he got disgrace and at the same time got fame. This article is on how these reactions are in progress from the poet's contemporary time to his subsequent with a lot of quotation. At the same time, the unique and novel tone of Jibanananda Das with his certain characteristics of choosing the words was also discussed. Researcher Clinton B. Seely wrote this article basically as his Ph.D. thesis titled "Doe in Heat: A Critical Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das (1899-1954) with Relevant Literary History from the Mid-1920's to the Mid-1950's".

বিশের দশকে [খ্রিষ্টীয় বিংশ শতকে] যখন জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন, প্রায় তখনই আধুনিক কবিতার একজন বিরোধী, যাকে কেউ কেউ বলেন সাহিত্যের গুণ্ডা, তাঁর আবির্ভাব হয়। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা উনিশশো চব্বিশে আরম্ভ হয়। ওটা কিরকম পত্রিকা হবে, শুরুতেই পরিষ্কারভাবে সজনীকান্ত দাস দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ওই প্রথম বছরেই নজরুলকে আক্রমণ করে ফেললেন। তিনি বেশ ছেলেমানুষি করে 'বিদ্রোহী' কবিতা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে গিয়ে তাঁর নিজের লেখা কবিতা 'ব্যাঙ' নামে ছাপিয়ে দিলেন।[১] দু-একটা বছর প্রায় স্তব্ধ থাকার পর থেকে উনিশশো সাতাশের অপরার্ধে 'শনিবারের চিঠি' আবার নিয়মিতভাবে বেরুতে লাগলো। তখন থেকে প্রায় সকলে, রবীন্দ্রনাথশুদ্ধ, সজনীকান্তের ব্যঙ্গময় তীরের লক্ষ্য হয়ে পড়লেন। জীবনানন্দ তাঁদেরই অন্যতম।

সজনীকান্ত গোঁড়া রক্ষণশীল ব্যক্তি। তিনি চেয়েছিলেন সাহিত্যের মধ্যে সব কিছু যেভাবে ছিল সেইভাবে থাকুক। অথবা যেভাবে হওয়া উচিত ছিল, সেইভাবে হয়ে যাক—সেটাই আরো ভালো হবে। এমন সমালোচক আমাদের এক রকম উপকার করে বলে আমার মনে হয়। তখনকার আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে নতুনত্ব যে কি, ওই তীব্র সমালোচনা থেকে আমরা কিছু কিছু জেনে নিতে পারি। যা যা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ওগুলো খুব সম্ভব অতি আধুনিক।

'শনিবারের চিঠি'র প্রধান তিনটি অভিযোগ ছিল : প্রথমত অশ্লীলতা, তাছাড়া বিদেশ থেকে আমদানী এবং অসাধু না, অসাহিত্যিক বা সাহিত্যের জন্যে অযোগ্য ভাষার ব্যবহার। সজনীকান্ত তাঁর "আত্মস্মৃতি"তে তাঁদের উদ্দেশ্য বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তাঁরা লড়তেন না, 'ভান' ও 'ন্যাকামি' আর 'দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কনীলেহন'-এর বিরুদ্ধে[২]— শেষেরটা অশ্লীলতার পুনরুক্তি বলে মনে হয়। যাই হোক, অশ্লীলতা ও পাশ্চাত্য থেকে আমদানী সম্বন্ধে কিছু লিখবো না, বরঞ্চ অসাহিত্যিক বা অযোগ্য ভাষা নিয়ে সামান্য বিবেচনা জানাতে চাই। কারণ বলা বাহুল্য ভাষা কবিতার মর্মে রয়েছে। আধুনিকতা বেশির ভাগ সময় কবিতার ভাষাতেই দেখা দেয়। আজ ফিরে তাকালে দেখতে পাই যে যাকে বলে আধুনিক কবিতা, জীবনানন্দ খুব সম্ভব সবার আগে তা লিখে গেছেন। উপরন্তু ওই আধুনিকতা তাঁর বক্তব্যের চেয়ে তাঁর ভাষায় বেশি পাওয়া যায়।

টি.এস. এলিয়ট নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন : কবিতার সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তার সম্পর্ক নিয়ে কোনো দৃঢ় আইন-কানুন তৈরি করা যায় না। খুব সম্ভব প্রত্যেক কবিতার বিপ্লব হচ্ছে সাধারণ কথ্য ভাষাতে ফিরে আসা এবং কখনো তা ঘোষণা করেই। এই ধরনের বিপ্লব ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর ভূমিকাগুলিতে ঘোষণা করেন। আর তিনি ঠিকই বলেছেন। ওই একই বিপ্লব চালু করে দিয়েছিলেন ওল্ড্যাম, ওয়ালার, ডেন্যাম আর ড্রাইডেন, একশো বছর আগে। ওই একই বিপ্লবের আবার হওয়ার কথা একশো বছরেরও বেশি পরে। বিপ্লবের অনুবর্তীরা কবিতার নতুন ভাষা নিয়ে কোনো-না-কোনো দিকে এগিয়ে যান। তাঁরা ভাষাটা সাজিয়েগুছিয়ে শুদ্ধ করে দেন। ইতিমধ্যে কথ্য ভাষাটা বদলে যেতে থাকে। তার ফলে ওই কবিতার ভাষা সেকেলে হয়ে পড়ে।[৩] বুদ্ধদেব বসু সর্বপ্রথম জীবনানন্দের উপরে সাহিত্যসমালোচনা লিখে গেছেন, তাঁর প্রথম সমালোচনায় জীবনানন্দের ভাষাকেই গুরুত্ব দেন। তিনি লেখেন যে জীবনানন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে যতদূর সম্ভব তিনি তৎসব শব্দ বর্জন করে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করেন। তাছাড়া এমন কতগুলো শব্দ ব্যবহার করেন যে কবিতায় ওগুলো দেখতে পাওয়া যাবে বলে কেউ ভাবতেও পারেনি। এবং বুদ্ধদেব মন্তব্য করেন, জীবনানন্দ নিজস্ব একটা ভাষা সৃষ্টি করেন, তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্যে।[৪] (এখানে একটা কথা বলার আছে। যা আমি লিখছি, বেশির ভাগ আমার পিএইচ.ডি থিসেস থেকে।[৫] থিসেস তো ইংরেজিতে লেখা। যা যা উদ্ধৃত করছি সব আমাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হয়েছিল। যেহেতু মূল বই বা পত্রিকা বর্তমানে আমার কাছে নেই, যেহেতু বক্তব্যগুলি আবার বাংলায় আমাকে সাজিয়ে দিতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, লেখক-লেখিকার মূল কথা উদ্ধৃত করতে পারলে আরও ভাল হতো।)

বুদ্ধদেব বসু

সজনীকান্ত দাস

জীবনানন্দ দাশ

বুদ্ধদেব জীবনানন্দের কবিতার উপরে প্রথম যে-সমালোচনা করেন, সেটা ছাপা হয় উনিশশো আটাশ সালে 'প্রগতি' পত্রিকায়। জীবনানন্দের মৃত্যুর ঠিক পরে বুদ্ধদেব 'কবিতা' পত্রিকায় লেখেন যে, সত্যি কথা বলতে গেলে জীবনানন্দের আগে অন্য কোনো বাঙালি কবি এত বিস্তৃতভাবে, এত অনায়াসে, এত যুক্তিযুক্তভাবে দেশজ এবং বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেননি। জীবনানন্দ যেসব উদাহরণ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, ওগুলো সেদিন আমাদের সাহস দিয়েছিল। তাতে আমরা নিজেদের লেখায় আরও সাহসী হয়ে উঠেছিলাম।[৩]

বুদ্ধদেবের দুটো উদ্ধৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে, তিনি জীবনানন্দের কবিতায় কথা বা চলতি ভাষা অথবা জনসাধারণের ভাষায় ফিরে আসা সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। তা সত্ত্বেও আরেকজন সমালোচক ঠিক সেই কথা বলেন। তিনি বলেন যে, আধুনিক কবিদের একটা লক্ষ্য কথ্য ভাষা ও কাব্যের ভাষার মধ্যে যে ব্যবধান তা বর্জন করা। তাঁরা সবাই চলতি ভাষার মধ্যে—মানে যে বিশেষ দেশজ ধরনে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে—কাব্যের ভাষা সহজে ও স্বাভাবিকভাবে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দের মতো আর কেউ এত বিস্তৃতভাবে ও অনায়াসে ঐ ভাষা ব্যবহার করতে পারেননি।[৭]

যদিও এখানে দু'একটা জায়গায় বুদ্ধদেবের কথার পুনরুক্তি দেখা যায়, এই সমালোচকের মতে জীবনানন্দের আরেকটা কীর্তি—তিনি কথ্য ভাষার পরিধির মধ্যে থেকে কবিতা লিখতেন। আমার মনে হয় তা পুরোপুরি ঠিক নয়। যা বুদ্ধদেব লিখে গেছেন, মনে হয় সেটাই ঠিক। জীবনানন্দের ভাষা আলাদা একটা ভাষা, তাঁর নিজের জিনিশ নিজের ব্যবহারের জন্যে।

অনেকে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। অম্বুজ বসু লিখেছেন:

যে ভাষায় জীবনানন্দ কবিতা লিখতেন তা মোটেই বাংলাদেশের সাধারণ কাব্য-ভাষা নয়, তাঁর নিজের কথ্য ভাষাও নয়।[৮]

কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : কোনো কোনো কবিতায় তিনি ইচ্ছে করে সাধু ও কথ্য ভাষা মিশিয়ে অস্বস্তির একটা ভাব সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই আমাদের ভদ্রতার ফলে—আমরা পড়তে পড়ে তা মেনে নিয়েছি। ঘেন্না করতাম না, আর এখন বুঝি সেটা কবির বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। মিশ্রিত সাধু-কথ্য ভাষা কি অত খারাপ শোনায়? তবে পাঠকেরা কেবল তাঁকে এমনভাবে রচনা করতে দিয়েছে। পরবর্তীকালে যে অন্য কবিরা ওই রকম মিশ্রিত ভাষা লিখতে চেষ্টা করেননি তা নয়। তবু পাঠকেরা তাঁদের কখনো ভালো চোখে দেখেনি। জীবনানন্দ অনেক জায়গায় অপ্রচলিত ক্রিয়াপদ, যেমন 'ছড়াতেছে', ব্যবহার করেছেন। 'ভাঁড়', 'গুনচট', 'হাইড্রান্ট', 'বেফাঁস' ইত্যাদির মতোন শব্দের ঝনঝনা আওয়াজ আমদানী করেছেন, পাঠককে বিরক্ত করার জন্যে। তিনি দয়াহীনভাবে পাঠককে রাগিয়ে দিয়ে ওপারে চলে গেলেন।[৯]

সজনীকান্ত দাস ও অন্যান্যেরা রেগে গিয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। তবে আজকে মনে হয় সকলে খুব শান্তভাবে—অথবা হই চই করে—জীবনানন্দের মিশ্রিত ব্যক্তিগত অদ্ভুত ভাষাময় কবিতা শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ খুব সুন্দরভাবে জীবনানন্দের ভাষা বিষয়ে লিখেছেন। সবাই জানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ক্রিয়াপদ নিয়ে অনেক কিছু করে গেছেন। এই ক্ষেত্রে জীবনানন্দ সম্বন্ধে মান্নান সৈয়দ লেখেন :

'বাংলা ক্রিয়াপদের দীনতা, অন্তত এই একজন কবি, খানিকটা ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।'

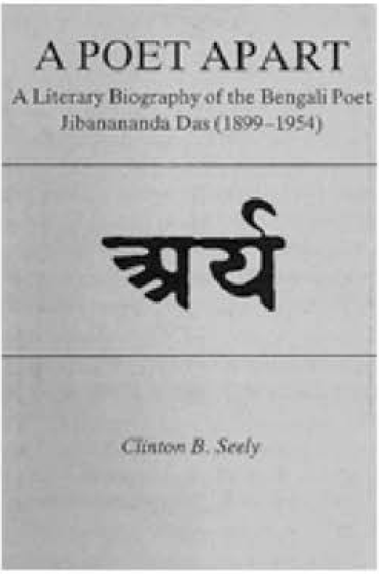

A Poet Apart: A Literary Biography of the Bengali Poet Jibananda Das *শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

ক্লিনটন বুথ সিলি

তারপর দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। যেমন : 'যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়' আর 'ঘরের ভিতর থেকে খ'সে গিয়ে সন্ততির মন' এবং 'ভেঙে যাই,—নিভে যাই,—আমার চলিতে গিয়ে গিয়ে।'[১০]

আমরা কখনো ঝরে যাবো কিনা, বা আমাদের মন খসে যাবে কিংবা ভেঙে নিভে যাবো—বলতে পারি না। তবে ওই সব কবিত্বময় কথা ভাবতে গিয়ে আমার বেশ লাগে। অনেকের আজকাল ভালো লাগে মনে হয়।

শেষে আমি কবি ও এখনকার খুব নাম-করা ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা উদ্ধৃত করি : আজ পর্যন্ত [মানে উনিশশো সত্তর সালে যখন এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়] বাংলা কবিতার জগতের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ বিপ্লবী হচ্ছেন জীবনানন্দ দাশ, কারণ তিনি শব্দের আচার-আবদ্ধ উপাসনা না করার সাহসটা দেখালেন।[১১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলতেও পারতেন যে, জীবনানন্দের দ্বারা শব্দের বা জাতির বা ধর্মের বা সমাজের সীমান্ত ঝরে গেল, খসে গেল, ভেঙে ও নিভে গেল। কারণ আজ মনে হয়, সবরকম শব্দ—গ্রামীণ, শহুরে, সাধারণ, সম্ভ্রান্ত, দেশি-বিদেশি সবই কবিতামণ্ডলে গৃহীত হয়। যে ভাষা জীবনানন্দ কবিতায় ব্যবহার করেছেন সেটা তাঁর নিজের কথ্য ভাষা নাও হতে পারে, কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, যে-কোনো ভাষা ও সবরকম ভাষা কবিতার ভাষা হতে পারে।

১২৩২ ভাবনগর, জুন ২০১৯

সর্বশেষে আরেকটা কথা বলতে ইচ্ছে করে। দীর্ঘ এগারো বছর পরে এই বাংলাদেশে ফিরে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। কিছুদিন আগে আমি ফজল শাহাবুদ্দীনদের আড্ডায় ছিলাম। মান্নান সাহেব ছিলেন, আল মুজাহিদীও ছিলেন। শাহাবুদ্দীন সাহেব তাঁর 'কবিকণ্ঠ' পত্রিকার একটা কপি আমাকে উপহার দিলেন। আমি পাতা উল্টিয়ে দেখছিলাম আরেক দিন। নজরে পড়লে একটি কবিতা, শিরোনাম 'স্কাইল্যাব'। কবির নাম শহীদুজ্জামান ফিরোজ। 'লেখক পরিচিতি' পৃষ্ঠা থেকে জানতে পেরেছি তিনি একটি মাসিক পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। কবিতা লেখেন। কে না একটি পত্রিকার সঙ্গে জড়িত, আর তার চেয়েও বেশি কবিতা লেখেন! অস্বাভাবিক কিছু নয়, মনে হয়। তাছাড়া কবিতাটি একদিক থেকে খুব স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক সাধারণভাবে একেলে শব্দ নিয়ে লেখা হয়েছে যেমন 'স্কাইল্যাব' কথাটা। জীবনানন্দের আগে এই রকম কবিতা লেখা হলে আমরা মনে করতাম অস্বাভাবিক। আজ আমরা তা মনে করি না।

তথ্যনির্দেশ

১. দেবজ্যোতি দাস, *সজনীকান্ত দাস* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, ১৯৭০), পৃ. ৫২

২. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি* (কলকাতা : ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৫৪) ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮

৩. T. S. Eliot, "W. P. Jarlecture of 1942" in *The Poetry of T. S. Eliot* by Clive Sansom (London : Oxford University Press, 1947) p. 10

৪. বুদ্ধদেব বসু, সম্পাদকীয়, 'প্রগতি' আশ্বিন, ১৩৩৫

৫. মূল পিএইচডি থিসিসের শিরোনাম : "Doe in Heat: A Critical Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das (1899-1954) with Relevant Literary History from the Mid-1920's to the Mid-1950's", এটি পরবর্তীতে A *Poet Apart: A Literary Biography of the Bengali Poet Jibananda Das* (1899-1954) (1990) শিরোনাম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৬. বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ', 'কবিতা', পৌষ, ১৩৬১, পৃ. ৬৯-৭০

৭. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য-পরিচয়* (৩য় সং, কলকাতা : নাভানা, ১৯৬৪), পৃ. ২০৩

৮. অম্বুজ বসু, "একটি নক্ষত্র আসে" (কলকাতা : মৌসুমী, ১৯৬৫) পৃ. ২১২

৯. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দের প্রভাব', 'দৈনিক কবিতা' ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৯৭৩, পৃ. ৪

১০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *শুদ্ধতম কবি* (২য় সং, ঢাকা : নলেজ হোম, ১৯৭৭), পৃ. ৩৭

১১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'কবিতা কি', ' বেলা অবেলা', ফাল্গুন, ১৩৭৬

লেখকের ঋণস্বীকার

বাংলায় লেখা হয়ে যাওয়ার পর আবদুল মান্নান সৈয়দ আমার সঙ্গে বসে ব্যাকরণ-বানান ইত্যাদির ভুল সংশোধন করেন। তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। যে সমস্ত ত্রুটি রয়ে গেছে, আমারই দোষ। — **ক্লিনটন বি. সীলি**

প্রবন্ধটির উৎস: লেখকের সম্মতিতে আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত *জীবনানন্দ (ঢাকা: চারিত্র, ১৯৮৪)* শীর্ষক গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।- সম্পাদক